মেহেরপুরে গোয়েন্দা পুলিশসহ ৭ জন করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে এক গোয়েন্দা পুলিশ সদস্যসহ আরও ৭ জন করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। শনিবার ৩০ মে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ১৬ টি প্রাপ্ত রিপোর্টের মধ্যে ৭ জন পজেটিভ বলে নিশিত করেছেন সিভিল সার্জন ডা. নাসিরুদ্দিন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার কার্যালয় সুত্রে জানা যায়, ডিএসবিতে কর্মরত রফিক নামের এক কনস্টেবল করোনা পজিটিভ হয়েছে।

অন্য আক্রান্তের সবাই মেহেরপুর সদরের। এর মধ্যে কোলা গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত বারিউজ্জামান লিটু করোনা পজিটিভ। একই সাথে পরিবারের আরও ৪ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। অন্য একজন হচ্ছে মেহেরপুর শহরের তাতীপাড়ার এক মহিলা।

এ নিয়ে মেহেরপুরে মোট করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে ২৫ জন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের পিরোজপুরে দু- পক্ষের সংঘর্ষে দুজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে দু- পক্ষের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ২জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন পিরোজপুর গ্রামের জয়নাল এর ছেলে রনি(১৬) ও একই গ্রামের নায়েব বিশ্বাস এর ছেলে বাঘা(৩৫)। এর মধ্যে বাঘার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হয়েছে। বুধবার সকালে পিরোজপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ৬ জনকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আটককৃতরা হলেন, পিরোজপুর গ্রামের সোহেল, বাবলু, সাকিবুর রহমান, জনি, মোতালেব ও হামিদুল।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম ও একই গ্রামের তবিরউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে জুয়েলসহ কয়েকজনের সাথে বেশ কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক বিরোধ চলে আসছিল। এর আগেও তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরই সুত্র ধরে গত মঙ্গলবার ঈদের পরদিন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের ধরে রনি নামের একজন তরুনকে মারধর করে আজহার বিশ্বাসের ছেলে লালনসহ কয়েকজন। এ নিয়ে গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বুধবার সকালে তবিরউদ্দিনের ছেলে জুয়েল, জিয়া, আজহার বিশ্বাসের ছেলে লালন বিশ্বাস, সাধন বিশ্বাস, ছহির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে কালুসহ কয়েকজন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালামের বাড়িতে হামলা চালায়। পরে আব্দুস সালামের পক্ষে মিনাজ বিশ্বাস এর ছেলে আলাউদ্দিন, জালাল ও তার ভাগ্নে সাইফুলসহ কয়েকজন পাল্টা হামলা চালায়। এতে বাঘা নামের একজনকে কুপিয়ে জখম করে সালামের পক্ষের লোকজন। পরে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বিশ্বাস মোবাইল ফোনে জানান, আমি দির্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসছি। আমি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি। সামনে ইউপি নির্বাচনে আমি প্রার্থী হতে চাই। আমার বিপরীত গ্রুপ এটা মেনে নিতে পারেনা । তাই মাঝে মধ্যেই তাদের সাথে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

পিরোজপুর ৩ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য ডাবলু জানান, দু-গ্রুপের বিরোধ অনেক দিনের। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে গ্রামে উভয় পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, পূর্ব বিরোধের জের ধরে পিরোজপুরে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এঘটনায় প্রাথমিকভাবে ৬ জন কে আটক করেছি। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরবর্তি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কবিতার মাধ্যমে সারা ভারত বর্ষে এক ধুমকেতুর মতো আলোকবিচ্ছুরণে বিস্ময়কর আত্মজাগরণ হয় এক মহান কবি’র; নাম-কাজী নজরুল ইসলাম। তার অমর সৃষ্টি ‘বিদ্রোহী’ নামের এই অনবদ্য কবিতার নামেই সকলের কাছে পরিচিতি পেলেন ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে। তারপর থেকে পাদ-প্রদীপের আলোয় উঠে আসা এই কবি একটানা লিখে চললেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে আর গণমানুষের নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

তার লেখার প্রায় প্রতিটা কবিতার পরতে-পরতে উঠে এলো তৎকালীন সারাভারত বর্ষের মুক্তি দাবির পাশাপাশি সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান। সেই সাথে তার লেখনীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনবদ্য ফসল হিসেবে উঠে এসেছেÑসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতারোধে প্রাসঙ্গিক নানান বিষয়াবলী এবং বিশ্বমানবমুক্তি আর ভালোবাসার জন্য অসামান্যসব লেখনী, কবিতা-গান। আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। বিশ্বমানবতার উপর নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিকণ্ঠে সোচ্চার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তার বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

কবির এবারের এ জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা অনুসারে করোনা ভাইরাস সংক্রমন জনিত কারণে জনসমাগম এড়িয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয়ভাবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এর মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয় নির্মান করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জাগো অমৃত পিয়াসী’।

আজ রোববার সকাল এগারটা হতে বিটিভিসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে একযোগে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এর আগে সকাল ১১টায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে শুরু হবে দিনের আনুষ্ঠানিকতা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-আজকের এই দিনে-বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ’র ১১ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানাধীন চুরুলিয়া গ্রামে জš§গ্রহণ করেন। দ্রোহ, প্রেম, সাম্য, মানবতা ও শোষিত মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে আসা কবির জন্ম। বাবা কাজী ফকির আহমেদ ও মা জাহেদা খাতুন। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। সে নামের সঙ্গে সুবিচার (!) করতেই যেন শৈশবে পিতৃহারা হন মানবতা আর সাম্যের এই কবি। পিতার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি শিশু বয়সেই মক্তবে শিক্ষকতা, হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেম এবং মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ করতে শুরু করেন। এরপরও কবিকে নানা বাধার দুর্লংঘ্য পর্বত পাড়ি দিতে হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন সকলকে চমকে দিয়ে বাংলার সাহিত্যাকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করেন কবি।

কবিরুপে নজরুলের এ অভ্যূদয় কেবল ধুমকেতুর সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যথ্যার্থই বলেছেন, ‘কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।’

সময়ের পথপরিক্রমায় মানুষের চেতনায় আঘাত করে দেশ-প্রেম আর সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার বিস্ময়কর ক্ষমতা লালন করতেন বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। কবি তার জ্যোর্তিময় লেখনিতে বারবার তুলে এনেছেন বাঙালির মেধা-মনন ও অস্তিত্বের জগত; অসম্প্রদায়িক বাঙালিত্ব, প্রেম, দ্রোহ আর মানবতা। পরবর্তীতে জ্যোর্তিময় অসম্প্রদায়িক এই কবি হয়ে উঠলেন-প্রেম, দ্রোহ আর মানবতার কবি। মানবানুভূতির এই ত্রয়ী বন্ধনের বাইরেও তার সৃজনে উঠে এসেছে বিপ্লব আর সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান।

বাংলার সাহিত্য আকাশে অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতোর আবির্ভাবের কবি নজরুলের ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় তার কাব্য-সংকলন ‘অগ্নিবীণা’। এই কাব্য-সংকলন বাংলা কবিতায় সৃষ্টি করে এক নতুন ধারা। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ‘প্রলয়োল¬◌াস’, ‘আগমনী’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘শাত-ইল্-আরব’, ‘বিদ্রোহী’, ‘কামাল পাশা’ ইত্যাদি। নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল ‘বাউন্ডুলের আত্নকাহিনী’। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার লেখা অন্যান্য গদ্যের মধ্যে রয়েছে ‘হেনা’, ‘ব্যাথার দান’, ‘মেহের নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়; যার নাম ‘ব্যথার দান’। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন ‘যুগবাণী’ও প্রকাশিত হয়।

নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য হলো তার গান। কবির লেখা গানসমূহ এখন ‘নজরুলগীতি’ নামে পরিচিত। তার এসব গানের মধ্যে ভক্তিমূলক গান, প্রণয়গীতি, প্রকৃতি বন্দনা, দেশাত্নবোধক গান, রাগপ্রধান গান, হাসির গান, ব্যাঙ্গাত্মক গান, সমবেত সঙ্গীত, রণ সঙ্গীত এবং বিদেশীসুরাশ্রিত গানসহ দশটি ভাগে বিভাজ্য হয়েছে। তিনি তার সীমিত কর্মজীবনে তিন হাজারেও অধিক গান রচনা করেছেন।

পৃথিবীর কোনো ভাষায় একক হাতে এত বেশি সংখ্যক গান রচনার উদাহরণ নেই। এ সকল গানের বড় একটি অংশ তারই সুরারোপিত। তার রচিত ‘চল চল চল, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল’ বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। তার কিছু গান জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে গানের মালা, গুল বাগিচা, গীতি শতদল, বুলবুল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আরও গান সংগ্রন্থিত হয়েছে। তবে তিনি প্রায়শ তাৎক্ষণিকভাবে লিখতেন; একারণে অনুমান করা হয় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বহু গান হারিয়ে গেছে। এছাড়া, কাজী নজরুল গান রচনাকালে ১৯টি রাগের সৃষ্টি করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জš§ দেন। এটি হল ইসলামী সংগীত তথা গজল। নজরুল প্রায় তিনহাজার গান রচনা এবং সুর করেছেন; যা এখন নজরুল সংগীত নামে পরিচিত। মধ্যবয়সে তিনি পিক্স ডিজিজে আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এক সময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

এই মানসিকভারসাম্যহীন কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে সপরিবারে ভারতে থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

একই সালে কবির ছোট ছেলে ও বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৬ সালে কবি নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয় তাকে। তৎকালীন প্রধান আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে তার হাতে দিয়ে আসেন। সেখানেই কবির শেষ দিনগুলো কাটে। সে বছরের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনকাল ৭৮ বছর হলেও ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দুঃসহ নির্বাক জীবন কাটিয়েছেন।

তার মৃত্যুর পর তার লেখা গান-‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই, যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই’ কথাকে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে তাকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

ধ্যানে-জ্ঞানে, নিশ্বাসে-বিশ্বাসে, চিন্তাচেতনায় পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখনও দুই বাংলায় সমভাবে সমাদৃত। তার প্রসঙ্গে ওপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল/এই ভুল টুকু বেঁচে থাক/বাঙালি বলতে একজন আছে/দুর্গতি তাঁর ঘুচে যাক।

মেপ্র/এমএফআর

দুই ঘন্টা বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট, ভেতরে আটকা অসংখ্য ক্রেতা

কুষ্টিয়ায় দোকান বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগে মৌ ফ্যাশান নামে এক দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও সরকারি নির্দেশনা না মানায় বিভিন্ন দোকান মালিককে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া মার্কেটে অবস্থিত মৌ ফ্যাশন নামক তিন তলা বিশিষ্ট বস্ত্রবিতানের ভিতরে অসংখ্য ক্রেতা ঢুকিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এমন অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়েই সেখানকার ২১ জন কর্মচারী, মালিক ও অসংখ্য ক্রেতা সহ তিন তলার প্রতিটি দরজায় বাহিরে থেকে তালা লাগিয়ে দোকানের অপর একজন মালিক পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকার পর দোকান মালিক সমিতির নেতাদের সাথে করে সেই দোকান মালিক এসে দোকান খুললে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন দোকানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে পড়া অসংখ্য ক্রেতা সাধারন। তাদেরকে প্রায় দুই ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করা হয়।

এমন অমানবিক কার্যক্রম ও সরকারি আদেশ অমান্য করে গণজমায়েত করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দোকান মালিককে দন্ডবিধি, ১৮৬০ আইন এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন শপিংমল, বস্ত্রবিতান ও কসমেটিকস

সামগ্রীর দোকানে করোনা বিস্তারোধকল্পে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণে ভোর ৬ টা হতে এই অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ জন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে আরও ২৪ হাজার টাকা সহ মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক শাহীন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুর প্রতিদিন এর সাবেক গাংনী প্রতিনিধি ও বর্তমান প্রেস হাউস ও দৈনিক দিনের খবর পত্রিকার সাংবাদিক সিদ্দিকী শাহীন মারাত্মক আহত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনী চোখতোলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ সময় মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আহত সাংবাদিক কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন।

সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সাংবাদিক শাহিনের হাত-পাসহ বিভিন্ন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তার সুস্থতা কামনা করেছে মেহেরপুরের সাংবাদিকবৃন্দ সহ সুশীল সমাজ।

একদিনে করোনায় সর্বোচ্চ ২৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৬৯৪

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৩২ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৬৯৪ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৩০ হাজার ২০৫।

এ ছাড়া নতুন করে ৫৮৮ জনসহ মোট ৬ হাজার ১৯০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

চুয়াডাঙ্গায় আম্ফানের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতি

চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আম্ফান ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়েছে। ভেঙ্গে পড়েছে কাচা ঘর, গাছের ডালপালা। ক্ষেতের ফসলও ক্ষতি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার ব্যাপকহারে পানবজর ভেঙে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবওহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সামাদুল হক জানান, বুধবার রাতে চুয়াডাঙ্গায় ঝড়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৮২ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। রাত দেড়টার পর আম্ফানের গতি কিছুটা কমলেও বাতাস ছিল। ধীরে ধীরে তা কমে আসে ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোঃ খাইরুল আনাম জানান, আম্ফানের কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

প্রস্তুতি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় তিনটি স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র এবং বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাতে কয়েকজন চুয়াডাঙ্গার আশ্রয়কেন্দ্রে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সকালে তারা আবার চলে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক সুফি রফিকুজ্জামান জানান, কলা, পেঁপে, সবজি, পান প্রভৃতি ফসলের ক্ষতি হয়েছে। তবে, এখনো পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ করা যায়নি।

আমবাগান মালিকদেরও ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে অনেক আম পড়ে গেছে। দু’চার দিন পরই চুয়াডাঙ্গার আম বাজারে আসার কথা ছিল। তার আগেই ক্ষতি হয়ে গেল।

মেহেরপুরে ছয় শতাধিক বাড়ি ঘর ভাংচুর ও আম-লিচুর ব্যাপক ক্ষতি

বুধবার রাত পোনে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মেহেরপুরের উপর দিয়ে বয়ে যায় আম্ফান। বাতাসের গতিবেগ ছিল ৬০ থেকে ৬৫ কিমি। মেহেরপুরে ফল ও উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে আম ও লিচুর। যা চাষের অর্ধেক।

এছাড়ার জেলায় ছয় শতাধিক বাড়ি ঘর ভাংচুর হয়েছে। দুর্গত হয়েছে ২১ হাজার মানুষ। টাকার অংকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এখনো নির্ধারণ করা না

গেলেও এর প্রভাবে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সদর উপজেলার রাধকান্তপুর গ্রামের মোশারফ হোসেন দির্ঘদিন ধরে আম বাগান কিনে ব্যবসা করে আসছেন। এবছর সাতটি বাগান কিনে ব্যবসা করছেন। কয়েকদিনের মধ্যে আম ভেঙে বিক্রি করতেন। এর মধ্যে আম্ফানের তার শেষ হয়ে গেছে বলে জানান। তার ৫টি আম বাগানের প্রায় ৭৫ শতাংশ

আম পড়ে গেছে। যেগুলো এখন আচারের জন্য ২/৩ টাকা কেজি দরে আড়তদারদের কাছে বিক্রি করতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি জানান, জেলার তিন উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে ৬২০টি পরিবার আংশিক ও ২৫০ পরিবার সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আম্ফানে দুর্গত মানুষের সংখ্যা ২১ হাজার। পাঁচশতাধিক ঘর বাড়ি আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাদের পূনর্বাসনের জন্য তালিকা তৈরির কাজ চলছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ আমচাষীদের পূনর্বাসন করার প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কামরুল হক মিঞা জানান, জেলায় এবছর ২ হাজার ৩৫০ হেক্টর জমিতে আম এবং ৬৩০ হেক্টর জমিতে লিচু, এক হাজার ৩৩০ হেক্টর জমিতে কলার আবাদ করেছেন চাষীরা। এর মধ্যে আম -লিচু ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ২০ শতাংশ। এছাড়া ৯৮ শতাংশ ধান হার্ভেষ্টিং হয়ে যাওয়ায় ধানের তেমন ক্ষতি হয়নি। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের হিসাব নিকাশ করে খামারবাড়িতে পাঠানো হবে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের গাংনীতে সাংবাদিকদের পিপিই প্রদান করলেন- এমপি

গাংনীতে সাংবাদিকদের পিপিই প্রদান করলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গতকাল বুধবার দুপুরে তাঁর নিজস্ব বাসভবন থেকে ২০ জন সাংবাদিককে এ পিপিই প্রদান করা হয়। পিপিই প্রদানকালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, বৈশিক করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আক্রান্তের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশও এ থেকে রক্ষা পায়নি। দেশের এ ক্রান্তিকালে কেবলমাত্র প্রশাসনের লোকজন, স্বাস্থ্য কর্মী এবং

সাংবাদিকরা ঝুঁকি নিয়ে দেশের অসহায় মানুষের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

এরই ধারাবাদিকতায় সাংবাদিকরা সঠিক তথ্য দেশের প্রকৃত চিত্র দর্শক ও পাঠকদের উপযোগী করে তুলে ধরার জন্য সারাক্ষণ মাঠে কাজ করে চলেছেন। সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন গাংনী উপজেলার সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পিপিই প্রদান করেন।

পিপিই পেয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। পিপিই প্রদানের জন্য এমপি সাহিদুজ্জামানকে অভিনন্দন জানিয়েছে সকল সাংবাদিকরা।